প্রথম আলো

তারিখ 17 DEC 2002
পৃষ্ঠা 9

প্রতিক্রিয়া

সরকারি বনাম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

সাখাওয়াৎ আনসারী

সম্প্রতি 'বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার শিক্ষা' সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে প্রথম আলোতে দুটি ও ইত্তেফাকে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম আলোয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ ও কয়েকটি প্রস্তাব' শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধটি লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক শামসুল হক ও রোবায়েত ফেরদৌস। ইত্তেফাকে 'কুমিল্লায় একটি ভিন্নধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব' শীর্ষক প্রবন্ধটির লেখক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ। তিনজনকেই বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে হয় তাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ দুটোর জন্য। দুটোই ভিন্ন চিন্তানির্ভর এবং পাঠোদ্দীপক। উক্ত প্রবন্ধ দুটোর পাঠ প্রতিক্রিয়া হিসেবে ৮ নভেম্বরের প্রথম আলোয় 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়ন ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জাকির হোসেন রাজু। আমার বর্তমান লেখাটি উল্লিখিত তিনটি লেখারই পাঠ প্রতিক্রিয়ার ফল। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জনমনে যে নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান যে-কতটা উচ্চ তা-ই জনাব জাকির উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। আমি জনাব জাকিরের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করছি এবং আমার বর্তমান প্রবন্ধ কারো বিরুদ্ধাচরণ করে নয় বরং প্রকৃত সত্য উন্মোচনের মানসেই লেখা।

জনাব জাকির তার লেখাতে শামসুল হক ও রোবায়েত ফেরদৌসের প্রবন্ধের নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত করেছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান, শিক্ষাদান পদ্ধতি কিংবা গবেষণার গুণগত দিক আজ ভীষণ উপেক্ষিত।' তারা এর কারণ নির্দেশ করেছেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক গবেষণার মূল্যায়নহীনতা, শিক্ষকদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও শিক্ষার্থীদের ক্লাসের বাইরে সময় প্রদানে অনাগ্রহ এবং অপর্যাপ্ত বেতনের কারণে শিক্ষকদের বাইরে কাজে সময় দেওয়ার আগ্রহকে। অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ থেকে উদ্ধৃত অংশ হলো, 'এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সীমিতসংখ্যক ছাত্রছাত্রী নিয়ে অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি পদ্ধতিতে চলে। তা ছাড়া দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনের চেয়ে বাজারের প্রয়োজনই এখানে অধিক গুরুত্ব লাভ করে। ফলে সীমিত দু-তিনটি বিষয়ের মধ্যেই এসব শিক্ষায়তনের বিচরণ। তা ছাড়া পরিচালনা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছ নয়।'

প্রথমে বলে নেওয়া দরকার, দেশের সরকারি অথবা বেসরকারি যেকোনো ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় ও তার শিক্ষার মান নিয়ে লেখার আগে 'বিশ্ববিদ্যালয় কনসেপ্ট' সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা জরুরি বলে বিবেচনা করছি। বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু নামের দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হলে চলে না, অন্য যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এটি ভিন্ন গুরুত্ববহ। আমরা জানি, দেশ-বিদেশে এখন অনেক মহাবিদ্যালয় রয়েছে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু তাই বলে মহাবিদ্যালয় কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমার্থক নয়। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য অন্ততপক্ষে দুটো জায়গায়। এক, মহাবিদ্যালয় শুধুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এটি শিক্ষাদান করে থাকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় একই সঙ্গে শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। দুই, মহাবিদ্যালয় কোনো ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এ দুটো স্থূল দিকের বাইরে আরো একটি সূক্ষ্ম দিক রয়েছে। আর তা হলো—বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষার্থীদের মাঝে এক ধরনের বিশ্ববীক্ষণ সৃষ্টি হয়, সমগ্র বিশ্বকে তারা তাদের বিদ্যালয়ে প্রতিবিম্বিত দেখতে পায়, সকল ধরনের শিক্ষায় ও গবেষণায় তারা জ্ঞানকে বিশ্বজনের একজন হিসেবে স্পর্শ করতে পারে। যেকোনো প্রকারের সীমাবদ্ধতা, সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের সুব্যাপ্ত বিশ্বচরাচরের এক কাফেলার পথিক বলে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের ওপরে উঠে বিশ্বপ্রয়োজনের চারণক্ষেত্র হতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়কে। অধুনা বাজারনির্ভর হলে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নয়, মহাবিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউট হলেই চলে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয় একটি ব্যাপক-সমৃদ্ধ অবকাঠামোর। সে অবকাঠামোর ব্যাপ্তি শিক্ষার্থীদের মাঝে বপন করে বিশালত্বের বীজ।

পথ চলতে কোনো বিখ্যাত টেইলার্সের বা সেলুনের পাশে হঠাৎ উঁকি দেওয়া কোনো অট্টালিকা, যার গ্যারেজের অর্ধাংশ উপাচার্য মহোদয়ের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে কিনা তা পাঠক-বিচার্য। এগুলো বড় জোর কোনো মহাবিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউটের ভূমিকা রাখতে পারে বলে অন্ততপক্ষে আমাদের মনে হয়। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে চ্যান্সেলর হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গক্রমে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন, দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার কনসেপ্টের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমাদের মনে হয়, তিনি ভদ্রতা করে 'সকল' শব্দটি না বলে 'অধিকাংশ' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

জনাব জাকির হোসেন যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে বলতে হয়, শামসুল হক ও রোবায়েত ফেরদৌস 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ' তুলে ধরতেই ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের কিছু সমস্যা চিহ্নিত করেছেন এবং তা দূরীকরণের প্রস্তাব পেশ করেছেন। এটি লেখকদ্বয়ের যথার্থ গবেষণামুখিতা এবং নিরাসক্ত মানসিকতারই পরিচায়ক। আর অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ প্রবন্ধ বিষয়ের প্রয়োজনেই সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ঋণাত্মক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন (বিষয়ের দাবি ছিল না বলে তিনি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেননি)। এখানে অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদও কিন্তু নিরপেক্ষতারই প্রমাণ রাখতে পেরেছেন। কিন্তু উক্ত তিনজনের মতের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব জাকির হোসেনের যে মন্তব্য, তা নিরপেক্ষতার পরিবর্তে পক্ষপাতিত্বমূলক বলে আমাদের মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'সরকারি বা সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নানা ব্যর্থতা ও বিশৃঙ্খলাই গত এক দশকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় নানা ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও বিকাশকে সম্ভব (নাকি অবশ্যম্ভাবী?) করে তুলেছে।' অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'সরকারচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি পরিচালনা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বেশ স্বচ্ছ বা উচ্চ?' তার দুটো মন্তব্যই যথেষ্ট আপত্তিকর। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি এক রূপ নয়। এ অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমিকাই তার উত্তর। ব্রিটিশ ভারতে একই সঙ্গে যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মোচিত হয় তার একটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৭ সাল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) রাজধানী হয় ঢাকা। বঙ্গভঙ্গের কারণে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটতে থাকে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধের মাধ্যমে মুসলমানদের এ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় এবং তারা আবারও পিছিয়ে পড়তে থাকে। স্বাভাবিক কারণেই তৎকালীন মুসলমান সম্প্রদায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষুব্ধতা প্রশমনে এবং তাদের এহেন ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এ অঞ্চলের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অর্জনেও এ দেশবাসীকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আরো ৩২ বছর। স্বাধীনতা-পূর্ব মাত্র ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পর স্বাধীনতার গত ৩০ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র গোটা সাত-আটটি বিশ্ববিদ্যালয়। গত নব্বই দশক থেকে শুরু হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার হিড়িক (?)। যেখানে ৮০ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র ১৩-১৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে এক দশকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আনুমানিক ৩৫টি (নাকি তারও বেশি?) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অপরাপর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনোই তুলনা চলতে পারে না। শুধু তাই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই এবং অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এর তুলনা চলে না। বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর স্পর্শ রয়েছে। বাংলাদেশের এমন কোনো জেলা-উপজেলা নেই, মন্ত্রণালয়-দপ্তর-পরিদপ্তর-অধিদপ্তর বিভাগ নেই, সরকারি-আধাসরকারি-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নেই, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনির স্পর্শে ধন্য নয়। সত্য প্রকাশের দুরন্ত সাহস থাকলে এ কথাই বলা যেত, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যর্থতা ও বিশৃঙ্খলার কারণে নয় বরং প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। যে ব্যক্তিবর্গ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও নিজেদের কল্যাণনিষ্ঠ পরিচয়ে চিহ্নিত করতে পারিনি, তাদেরই অনেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের উপচে পড়া দানবীর হিসেবে পরিচিহ্নিত করেছেন। আর জনাব জাকির হোসেনের প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলতেই হয় যে, হ্যাঁ, সরকারচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরিচালনা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান অবশ্যই বেশ স্বচ্ছ ও উচ্চ। অন্ততপক্ষে বেসরকারি বিশ্ববিদালয়গুলোর সঙ্গে তুলনায় তো বটেই। কারণ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অপেক্ষাকৃত অমেধাবী শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমাবেশ ঘটে না।

কাউকে আঘাত করা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। কেউ আহত হলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কনসেপ্টের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে চাই। পরিচালন স্বচ্ছ এবং উচ্চ মানসমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে চাই।

সাখাওয়াৎ আনসারী : সহকারী অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।